দুনিয়া এক ধূসর মরীচিকা

বই	দুনিয়া এক ধূসর মরীচিকা
মূল	শাইখ আব্দুল মালিক আল-কাসিম
অনুবাদ	আব্দুল্লাহ ইউসুফ
ভাষা সম্পাদনা	আমীমুল ইহসান
প্রকাশক	মুফতি ইউনুস মাহবুব

দুনিয়া এক ধূসর মরীচিকা

শাইখ আব্দুল মালিক আল-কাসিম

RUHAMA
PUBLICATION
রুহামা পাবলিকেশন

দুনিয়া এক ধূসর মরীচিকা

শাইখ আব্দুল মালিক আল-কাসিম

গ্রন্থস্বত্ব © রুহামা পাবলিকেশন

প্রথম প্রকাশ
রবিউস সানি ১৪৪০ হিজরি / ডিসেম্বর ২০১৮ ইসায়ি

দ্বিতীয় প্রকাশ
জুমাদাল উখরা ১৪৪০ হিজরি / ফেব্রুয়ারি ২০১৯ ইসায়ি

অনলাইন পরিবেশক
ruhamashop.com
rokomari.com
wafilife.com

মূল্য : ১৫০ টাকা

RUHAMA
PUBLICATION

রুহামা পাবলিকেশন
দোকান নং ৩১২, ৩য় তলা, ৪৫ কম্পিউটার কমপ্লেক্স,
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
+৮৮ ০১৮৫০৭০৮০৭৬
ruhamapublication1@gmail.com
www.fb.com/ruhamapublicationBD
www.ruhama.shop

بسم الله الرحمن الرحيم

অনুবাদকের কথা

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء
والمرسلين وعلى اله وصحبه أجمعين.

দুনিয়া, ইহকাল, পার্থিব জীবন—এক জগতেরই ভিন্ন ভিন্ন নাম। অবশ্য যে নামেই তাকে বলা হোক না কেন, এর স্বরূপ কিন্তু বদলায় না।

দুনিয়ার স্বরূপ ও প্রকৃতিকে আমরা দুটি বৈশিষ্ট্যে তুলে ধরতে পারি : এক. ধোঁকা ও প্রতারণাময়। দুই. আখিরাতের পাথেয় সংগ্রহের স্থান।

দুনিয়া আমাদের ধোঁকায় ফেলে আখিরাত থেকে ভুলিয়ে রাখে। ভুলিয়ে রাখে এক পরম সত্য থেকে, যে সত্যের সম্মুখীন হবো আমরা সবাই। এ দুনিয়া আমাদের মিছে মায়ায় আচ্ছন্ন করে দূরে রাখে সে পরম সত্য আখিরাত থেকে, যে আখিরাত আমাদের প্রত্যাবর্তনস্থল; যে আখিরাত আমাদের আসল আবাসস্থল। এ অর্থে দুনিয়া ধোঁকা ও প্রতারণাময়।

আল্লাহ আমাদের দুনিয়ায় পাঠিয়েছেন। তাঁর উদ্দেশ্য একটাই, আমরা যেন তাঁর ইবাদত করি। ইবাদত করি কেবল তাঁরই সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে। ইবাদত করি আখিরাতের পাথেয় অর্জনের লক্ষ্যে। অবশেষে একদিন আমরা তাঁর সামনে দাঁড়াব। তিনি আমাদের জিজ্ঞেস করবেন, আমরা কি তাঁর আদেশ পালন করেছি? তখন যে বা যারা ইবাদত করে তাঁর আদেশ পালন করেছেন, পাথেয় অর্জন করেছেন, সেদিন তারাই হবেন মুক্তিলাভের অধিক নিকটবর্তী। যে পাথেয় আমাদের জাহান্নাম থেকে মুক্তি দেবে, সে পাথেয় তো আমাদের দুনিয়াতে থেকে অর্জন করতে হবে। এ অর্থে দুনিয়া পাথেয় লাভের উপায়।

দুনিয়াকে আমরা নিজেদের চোখে দেখি। ব্যাখ্যা করে থাকি নিজেদের মতো করে। কিন্তু আদৌ কি তা করা উচিত? কিবা বলব আমি, আদৌ

কি তা নিরাপদ? দুনিয়ার ব্যাখ্যা ও দুনিয়ায় করণীয়-বর্জনীয় সম্পর্কে আমরা নিজেরা নিজেদের মতো করে সিদ্ধান্ত নেব, নাকি এ বিষয়টিও অন্য বিষয়গুলোর মতো কুরআন-হাদিসের ওপর ন্যস্ত করব? অবশ্যই আমরা অন্য বিষয়গুলোর মতো এ বিষয়টিকেও হিদায়াতের এ দু'উৎসের প্রতি সমর্পণ করব। এরপর আমাদের দেখার দরকার হবে, বাস্তবিক জীবনে যারা নিজেদের জীবনে ইসলামকে বাস্তবায়ন করেছেন, কেমন ছিল দুনিয়ার ব্যাপারে তাঁদের অবস্থান? তাদের চোখে কেমন ছিল এ দুনিয়া?

দুনিয়া সম্পর্কে আমাদের জ্ঞানকে সমৃদ্ধ করার জন্য শাইখ আব্দুল মালিক আল-কাসিম হাফিজাহুল্লাহ প্রণীত ظل زائل الدنيا। একটি অনুপম কিতাব। কিতাবটির বঙ্গানুবাদ বাংলা ভাষাভাষী পাঠকদের হাতে তুলে দিতে পেরে আমরা সত্যিই আনন্দিত।

মূল বইতে কিছু হাদিস সংক্ষেপে উল্লেখ করা হয়েছে, বোঝার সুবিধার্থে সে হাদিসগুলোকে আমরা একটু ব্যাখ্যাসহ আনার চেষ্টা করেছি। সালাফের কিছু উক্তির সূত্র বাদ পড়ে গিয়েছিল, সে ক্ষেত্রে আমরা কিছু সূত্র সংযোজন করেছি। বইতে অনেকগুলো কবিতা উঠে এসেছে। সেসব কবিতা থেকে প্রয়োজনীয় কিছু কবিতাকে চয়ন করে আমরা সেগুলোর সরল অনুবাদ উপস্থাপনের চেষ্টা করেছি।

আমার মতো নগণ্য এক বান্দার মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা এ কাজটি নিয়েছেন! তোমারই শুকরিয়া হে আল্লাহ! তোমার প্রশংসা করে কখনো আমি শেষ করতে পারব না। তোমার কাছে প্রার্থনা, এ কিতাবকে আমার নাজাতের উসিলা বানিয়ে দিও। (আমিন)

এ বইয়ের যা কিছু কল্যাণকর, তা কেবলই আল্লাহর দান। আর যা কিছু অকল্যাণকর, তা শয়তানের প্ররোচনা ও আমাদের ত্রুটি। আল্লাহ আমাদের বইটি দ্বারা উপকৃত হওয়ার তাওফিক দান করুন। আমিন।

দুআপ্রার্থী
আব্দুল্লাহ ইউসুফ

সূচিপত্র

লেখকের ভূমিকা ০৯
পার্থিব জীবনের স্বরূপ ১৩
কুরআনের বয়ানে পার্থিব জীবন ১৩
রাসুলের চোখে দুনিয়ার জীবন ১৪
যখন দুনিয়া অর্জন করা ইবাদত ১৮
দুনিয়ার ব্যাপারে সালাফের ভাবনা ২০
ক্ষণস্থায়ী এ দুনিয়া ২৩
সকল কল্যাণের রহস্য ২৬
দুনিয়া একটি চোরাবালি ৩০
দুনিয়ার চোরাবালি থেকে বাঁচার উপায় ৩১
তাওয়াক্কুল ৩৩
দুনিয়া প্রতিযোগিতার ময়দান ৩৫
মানুষের জীবন দিনকয়েকের সমষ্টি ৩৭
রাত ও দিন সফরের একেকটি মনজিল ৩৯
দুনিয়াকে তুচ্ছজ্ঞান করা ৪২
যখন তাঁদের বয়স চল্লিশ হতো ৪৬
দুনিয়া যেমন ৫৩
দুনিয়াবিমুখতা ৫৫
দুনিয়া ধূসর মরীচিকা, নয় কোনো বাস্তবতা ৬১
প্রকৃত সফলতার গূঢ় তত্ত্ব ৬৩
পার্থিব স্বার্থের মজলিস ৬৭
দুনিয়া ধোঁকার সামগ্রী ৭০

দুনিয়া কষ্টের আর আখিরাত প্রতিদানের ৭৯
উমর বিন আব্দুল আজিজ রহ.-এর প্রতি হাসান বসরি রহ.-এর চিঠি ৮১
দুনিয়া তিন দিনের সমষ্টি মাত্র ৮৫
কোন চিন্তায় বিভোর হবো আমরা? ৮৭
আবু জার গিফারির হৃদয় জাগানিয়া ভাষণ ৮৮
মুমিনের চিন্তাভাবনা ৯৭
চিরস্থায়ী আবাসস্থল ১০১
আখিরাত আসন্ন... ..... ১০৫
সাহাবিদের পারস্পরিক ভ্রাতৃত্ববোধ ১১৩
কিয়ামতের দিন সবচেয়ে বেশি আফসোস কার হবে? ১১৭

بسم الله الرحمن الرحيم

লেখকের ভূমিকা

الحمد لله الذي جعل الدنيا دار ممر والآخرة دار مقر والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين.

সকল প্রশংসা আল্লাহর, যিনি দুনিয়াকে বানিয়েছেন পথ অতিক্রমণের সাঁকোস্বরূপ আর আখিরাতকে করেছেন অবস্থানের আবাস। দরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক শ্রেষ্ঠতম রাসুল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর ওপর।

দুনিয়ার প্রতি মানুষ চরম আসক্ত। পার্থিব ভোগ-বিলাস ও আনন্দ-উল্লাসে বিভোর তাদের জীবন। তুচ্ছ দুনিয়ার খড়কুটো আহরণে অবিরাম প্রতিযোগিতায় লিপ্ত তারা। বড় আশ্চর্য লাগে এসব দেখে! মানুষের জীবনের লক্ষ্য কি এটাই? আসলে এটাই কি হওয়া উচিত তাদের জীবনের মূল উদ্দেশ্য? অবস্থাদৃষ্টে মনে হয়, তাদের সৃষ্টিই যেন পার্থিব ভোগ-বিলাসে বিভোর থাকার জন্য। একদিন যে মহান আল্লাহর সামনে দাঁড়াতে হবে, এ বোধটুকুও যেন তাদের হারিয়ে গেছে বিস্মৃতির অতল গহ্বরে! জীবনপথের চূড়ান্ত গন্তব্য তারা আজ ভুলে বসে আছে! ছুটে চলছে তারা আলেয়ার পেছনে! মিছে মরীচিকার পানে!

বক্ষ্যমাণ রচনাটি মূলত «أين نحن من هؤلاء؟!» (সালাফের পথ ছেড়ে কোথায় আমরা!) সিরিজের সপ্তম বই। এ অংশের নাম রাখা হয়েছে, «الدنيا ظل زائل» 'দুনিয়া এক ধূসর মরীচিকা'। দুনিয়ার ব্যাপারে কেমন ছিল সালাফে সালিহিনের দৃষ্টিভঙ্গি? দুনিয়াকে কীভাবে দেখতেন তারা? কেমন ছিল তাদের দৃষ্টিতে দুনিয়ার স্বরূপ? 'দুনিয়া এক ধূসর মরীচিকা' বইটিতে তারই চমৎকার বর্ণনা উঠে এসেছে।

দুনিয়াকে সালাফে সালিহিন মনে করতেন, সাময়িক যাত্রাবিরতির একটি স্থান মাত্র। এর পরই তো হিসাব-নিকাশ ও কর্মফলের মুখোমুখি হওয়ার পথে নিশ্চিত অভিযাত্রা। বক্ষ্যমাণ রচনাটি পুনরুত্থান দিবস ও পরকালের প্রস্তুতি গ্রহণের উত্তম এক স্মারক এবং চিরস্থায়ী নিবাসের পানে ছুটে চলা মুসাফিরের এক উৎকৃষ্ট পাথেয়। আল্লাহ তাআলা আমাদের সকল আমলে ইখলাস ও নিষ্ঠা দান করুন। আমিন।

- আব্দুল মালিক বিন মুহাম্মাদ বিন আব্দুর রহমান আল-কাসিম

পার্থিব জীবনের স্বরূপ

কুরআনের বয়ানে পার্থিব জীবন

পার্থিব জীবনের স্বরূপ ও প্রকৃতি বর্ণনা করে আল্লাহ তাআলা বলেন :

﴿ إِنَّمَا هَٰذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا مَتَاعٌ وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ ﴾

'এই পার্থিব জীবন তো অস্থায়ী উপভোগের বস্তু। জেনে রেখো, আখিরাতই হলো চিরস্থায়ী আবাস।'[১]

দুনিয়ার ধন-সম্পদ ও সন্তানসন্ততির ফিতনা থেকে সতর্ক করে আল্লাহ তাআলা বলেন :

﴿ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ ﴾

'জেনে রেখো, তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তানসন্ততি তো এক পরীক্ষা। আর আল্লাহর নিকটই রয়েছে মহাপুরস্কার।'[২]

দুনিয়ার ধন-সম্পদের প্রতি দৃষ্টিপাত করতে নিষেধ করে আল্লাহ তাআলা বলেন :

﴿ وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ ﴾

'আমি এদের বিভিন্ন প্রকার লোককে পরীক্ষা করার জন্য পার্থিব জীবনের সৌন্দর্যস্বরূপ ভোগ-বিলাসের যে উপকরণ দিয়েছি, আপনি সেই সব বস্তুর প্রতি ভ্রুক্ষেপ করবেন না।'[৩]

---

১. সুরা গাফির : ৩৯
২. সুরা আল-আনফাল : ২৮
৩. সুরা তহা : ১৩১

ইমাম গাজালি রহ. বলেন :

> 'পবিত্র কুরআনের বহু আয়াতে দুনিয়া ও পার্থিব ভোগ-বিলাসের প্রতি নিন্দা বর্ণিত হয়েছে। কুরআনের বেশির ভাগ আয়াতে দুনিয়ার প্রতি নিন্দা ও সৃষ্টিকুলকে এর ব্যাপারে অনুৎসাহিত করে আখিরাতের প্রতি উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে। এমন বহু আয়াত আমাদের চোখের সামনে ভাসে, তাই এ বিষয়ে আর বেশি উদ্ধৃতি উল্লেখের প্রয়োজন বোধ করছি না।'[৪]

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর চোখে দুনিয়ার জীবন

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অনুপম ও অতুলনীয় এক মহামানব। তাঁর জীবনীর মধ্যেই রয়েছে আমাদের জন্য উত্তম আদর্শ। তাঁর চোখে কেমন ছিল দুনিয়ার জীবন? দুনিয়ার ব্যাপারে কেমন ছিল তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি?

আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রা. বলেন :

> اِضْطَجَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى حَصِيرٍ، فَأَثَّرَ فِي جَنْبِهِ، فَلَمَّا اسْتَيْقَظَ جَعَلْتُ أَمْسَحُ جَنْبَهُ وَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ، أَلَا آذَنْتَنَا حَتَّى نَبْسُطَ لَكَ عَلَى الْحَصِيرِ شَيْئًا؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا لِي وَلِلدُّنْيَا؟! مَا أَنَا وَالدُّنْيَا؟! إِنَّمَا مَثَلِي وَمَثَلُ الدُّنْيَا كَرَاكِبٍ ظَلَّ تَحْتَ شَجَرَةٍ، ثُمَّ رَاحَ وَتَرَكَهَا-
>
> 'একদা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম চাটাইয়ের ওপর শুয়েছিলেন। ফলে তাঁর শরীরের পার্শ্বে এর ছাপ পড়ে গেল। তিনি জাগ্রত হলে আমি তাঁর শরীরের পার্শ্বে হাত বুলাতে লাগলাম। বললাম, হে আল্লাহর রাসুল, আপনার চাটাইয়ের ওপর কিছু বিছিয়ে দেওয়ার অনুমতি কি আপনি আমাদের দেবেন না? আমার কথা শুনে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, "দুনিয়ার সাথে আমার কী সম্পর্ক?! আমার ও দুনিয়ার

৪. আল-ইহইয়া : ৩/২১৬ (ঈষৎ পরিমার্জিত)।

উপমা হচ্ছে, এমন এক মুসাফিরের ন্যায়, যে সামান্য সময় কোনো গাছের ছায়ায় বিশ্রাম নিল, তারপর সে স্থান ত্যাগ করে চলে গেল গন্তব্যের দিকে।"[৫]

দুনিয়া নিয়ে মানুষের ব্যস্ততার শেষ নেই! বাড়ি-গাড়ি, অর্থ-সম্পদ উপার্জনের পেছনে অবিরাম চলছে দৌড়ঝাঁপ আর ছোটাছুটি। অথচ, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের প্রস্তুতি গ্রহণ করতে বলেছেন মৃত্যু-পরবর্তী জীবনের জন্য। বলেছেন পাথেয় জোগাড় করতে পরকালের সে চিরস্থায়ী জীবনের লক্ষ্যে।

আব্দুল্লাহ বিন উমর রা. বলেন :

أَخَذَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَنْكِبِي، فَقَالَ : «كُنْ فِي الدُّنْيَا كَأَنَّكَ غَرِيبٌ أَوْ عَابِرُ سَبِيلٍ» وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ، يَقُولُ : «إِذَا أَمْسَيْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الصَّبَاحَ، وَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ المَسَاءَ، وَخُذْ مِنْ صِحَّتِكَ لِمَرَضِكَ، وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ»

'একদা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমার কাঁধ ধরে বললেন, "দুনিয়াতে এমনভাবে বসবাস করো, যেন তুমি কোনো ভিনদেশি বা মুসাফির।" ইবনে উমর রা. বলতেন, "তুমি সন্ধ্যায় উপনীত হলে সকালের অপেক্ষা কোরো না। আর সকালে উপনীত হলে সন্ধ্যার অপেক্ষায় থেকো না। তোমার সুস্থতার সময় প্রস্তুতি গ্রহণ করো অসুস্থ অবস্থার জন্য। আর তোমার জীবিত অবস্থায় প্রস্তুতি গ্রহণ করো মৃত্যুর জন্য।"[৬]

---

৫. ইবনু কাসির রহ. বলেন, এ হাদিসটি ইমাম আহমাদ রহ. তাঁর মুসনাদে (১/৩৯১) বর্ণনা করেন। সুনানুত তিরমিজি : ২৩৭৭; সুনানু ইবনি মাজাহ : ৪১০৯; তিরমিজি রহ. বলেন, এ হাদিসটি হাসান সহিহ। দেখুন, তাফসিরু ইবনি কাসির : ৮/৪২৫।

৬. সহিহুল বুখারি : ৬৪১৬

ব্যাখ্যা :

'দুনিয়াতে এমনভাবে বসবাস করো, যেন তুমি কোনো ভিনদেশি।' যে তার বাড়ি থেকে দূরে অবস্থান করছে। ভিনদেশি হওয়ার কারণে সে তার অবস্থানস্থলকে নিজের ঘর হিসেবে গ্রহণ করতে পারে না। বেশি সময় সেখানে বসবাসের কল্পনাও করতে পারে না। আইনি রহ. বলেন, 'হাদিসে ব্যবহৃত غَرِيب শব্দটি একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ শব্দ। এ একটি শব্দই ধারণ করেছে বহু উপদেশ। আরও সহজভাবে বললে, ভিনদেশিদের সাথে মানুষের তেমন একটা পরিচিতি থাকে না। ফলে কারও প্রতি তার অন্তরে কোনো হিংসা থাকে না; থাকে না শত্রুতা, কপটতা, ঝগড়ার মতো বিভিন্ন মন্দ স্বভাব। বস্তুত, মানুষের সাথে অধিক সম্পর্কের কারণে এসব মন্দ স্বভাবের প্রকাশ ঘটে। কেউ যখন ভিনদেশির মতো জীবনযাপন করে, তখন তার না কোনো স্থায়ী ঘর থাকে, আর না থাকে কোনো বাগান, চাষাবাদের জমি ও পরিবার-পরিজন। সর্বোপরি ভিনদেশি হওয়ার কারণে মানুষের সাথে তার সম্পর্ক খুব কম হয়ে থাকে আর আপন প্রতিপালকের সাথে সম্পর্ক থাকে মজবুত।

'বা তুমি কোনো মুসাফির।' মুসাফির আপন সফরে ব্যস্ত থাকে। ভিনদেশির মতো অন্য লোকদের সাথে তারও সম্পর্ক থাকে খুবই কম। মুসাফিরের মতো জীবনযাপন করলে মানুষের সাথে সম্পর্ক কম হয়ে আল্লাহর সাথে থাকা সম্পর্কে পূর্ণতা আসে।

(অন্যদিকে ইবনে উমরের কথা) خُذْ مِنْ صِحَّتِكَ لِمَرَضِكَ এর অর্থ হলো, তোমার সুস্থ অবস্থায় এ পরিমাণ ইবাদতে মগ্ন হও, যেন তুমি রোগাক্রান্ত থাকার সময়ের কমতি ও ঘাটতিগুলো পূর্ণ করে নিতে পারো। আর مِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, জীবনের এ সময়টা তোমার পুঁজি। কাজেই এ সময়কে আল্লাহর ইবাদত-বন্দেগিতে ব্যয় করো; তাহলে মৃত্যুর পরে এ ইবাদত-বন্দেগিই তোমার কাজে আসবে।[৭]

৭. মুস্তফা দিব আল-বাগা কৃত শরহুল বুখারি : ৮/৮৯; হাদিস নং : ৬৪১৬

দুনিয়ার প্রতি মানুষের অতিশয় আগ্রহ ও হালাল-হারামের বাছ-বিচার ছাড়া দুনিয়ার তুচ্ছ-নগণ্য বস্তু অর্জনে তাদের প্রতিযোগিতা দেখলে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর এ হাদিসটি মনে পড়ে—

إِذَا رَأَيْتَ اللهَ يُعْطِي الْعَبْدَ مِنَ الدُّنْيَا عَلَى مَعَاصِيهِ مَا يُحِبُّ، فَإِنَّمَا هُوَ اسْتِدْرَاجٌ ثُمَّ تَلَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : {فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ}

'আল্লাহ তাআলা কোনো বান্দাকে অবাধ্য হওয়া সত্ত্বেও তার পছন্দনীয় বস্তু দান করা দেখে অবাক হবে না। কেননা, এটা হলো ইসতিদরাজ বা ধীরে ধীরে পাকড়াও করা। অতঃপর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তিলাওয়াত করলেন কুরআনের এই আয়াতটি :

"অতঃপর তাদের যা কিছু নসিহত করা হয়েছিল, যখন তারা তা ভুলে গেল, তখন আমি সুখ-শান্তির জন্য প্রতিটি বস্তুর দরজা উন্মুক্ত করে দিলাম। যখন তারা দানকৃত বস্তু লাভ করে খুব আনন্দিত ও উল্লসিত হলো, তখন সহসা একদিন আমি তাদের পাকড়াও করলাম, আর তারা সেই অবস্থায় নিরাশ হয়ে পড়ল।"[৮]

এ নিকৃষ্ট দুনিয়ার সাথে যে মুসলিমই সম্পর্ক রাখে এবং এর উপার্জনের পেছনে অত্যধিক মেহনত করে, দুনিয়ার সাথে রাখা এ সম্পর্ক তাকে অনেক ইবাদত-বন্দেগি থেকে বঞ্চিত করে। এই সম্পর্কের দরুন দ্বীনের অনেক আবশ্যকীয় বিধিবিধান পরিপূর্ণরূপে তো সে আদায় করতে পারেই না; বরং সময়মতোও সেগুলো আদায় করা তার পক্ষে সম্ভব হয়ে ওঠে না। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন :

৮. মুসনাদু আহমাদ : ১৭৩১১; হাদিসটি হাসান।

اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَلَا يَزْدَادُ النَّاسُ عَلَى الدُّنْيَا إِلَّا حِرْصًا وَلَا يَزْدَادُونَ مِنَ اللهِ إِلَّا بُعْدًا

'কিয়ামত নিকটেই চলে এসেছে। আর দুনিয়ার প্রতি মানুষের লোভ দিনদিন বেড়েই চলেছে। ক্রমশ তারা আল্লাহ থেকে দূরেই সরে যাচ্ছে।'[৯]

যখন দুনিয়া অর্জন করা ইবাদত

হালাল পন্থায় দুনিয়ার ধন-সম্পদ অর্জন ও হালাল খাতে তা ব্যয় করা ইবাদত। আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করার অন্যতম মাধ্যম এটি। পক্ষান্তরে, হারাম পন্থায় দুনিয়া অর্জন বা হারাম খাতে তা ব্যয় করা জাহান্নামে পৌঁছারই অতি মন্দ পাথেয়।

ইয়াহইয়া বিন মুআজ রহ. বলেন :

'আমি তোমাদের বলছি না যে, দুনিয়া পরিত্যাগ করো। বরং তোমরা গুনাহ পরিত্যাগ করো। অবশ্য দুনিয়া পরিত্যাগ করতে পারাটা এক ধরনের ফজিলত। কিন্তু গুনাহ পরিত্যাগ করা তো ফরজ। সুতরাং ফজিলত অর্জন করার চেয়ে ফরজ আদায় করাই তোমাদের জন্য অধিক জরুরি।

প্রিয় ভাই, দুনিয়াতে মানুষের কত কিছুরই প্রয়োজন। তবে এসব কিছু থেকে তিনটি জিনিস—অন্ন, বস্ত্র ও বাসস্থানের প্রয়োজন পূরণই মানুষের জন্য যথেষ্ট। এগুলো তাদেরও অবশ্য প্রয়োজন রয়েছে, যারা আল্লাহর পথে চলে। তবে আল্লাহ-নির্দেশিত পন্থায় কেবল এসব অর্জন করতে হবে। লোভ-লালসায় পড়ে কেউ যখন প্রয়োজনের চেয়েও অতিরিক্ত সম্পদ অর্জন করে বা আল্লাহ-নির্দেশিত পন্থার প্রতি তোয়াক্কা না করে ভিন্ন কোনো পন্থায় অর্জন করে, তখন সেটা অবশ্যই নিন্দনীয়। এ ক্ষেত্রে লোভ-লালসাকে প্রশ্রয় দিলেই সমস্যা। কেননা, লোভের কারণে মানুষকে কষ্টের সম্মুখীন হতে হয়। যা

৯. মুসতাদরাকুল হাকিম : ৪/৩২৪; হাদিসটি সহিহ।

চূড়ান্ত পরিণাম কল্যাণকর হওয়ার ক্ষেত্রেও অন্তরায়। এতে তো মূল লক্ষ্য-উদ্দেশ্যই ব্যাহত হয়।

উদাহরণস্বরূপ, কোনো ব্যক্তি তার সফরকালে উটের অপ্রয়োজনীয় খাবারদাবার ও পানি নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। রংবেরঙের কাপড়ে সে উটকে সাজাতে থাকে। ফলে সে টেরও পায়নি, কখন তার কাফেলা রওয়ানা করে ফেলেছে। তাকে ফেলে তার সফরসঙ্গীরা চলে গেছে অনেক দূরে। এখন যে সে আর তার উটটি হিংস্র প্রাণীর শিকার হবার উপক্রম!

দুনিয়া অতিরিক্ত পরিমাণ গ্রহণ করা যেমন উচিত নয়, তেমনই প্রয়োজনীয় বস্তু অর্জনে সংকীর্ণতা দেখানোও উচিত নয়। কেননা, প্রয়োজনীয় বস্তু সঙ্গে থাকলেই তো জীবনের এ সফরে মুসাফির তার বাহন নিয়ে পথ চলতে পারবে।

প্রকৃতপক্ষে মধ্যমপন্থা অবলম্বনই সঠিক ও যথার্থ। মধ্যমপন্থার স্বরূপ হলো, যে পরিমাণ সম্পদ দুনিয়ার এ সফরে কারও প্রয়োজন পড়বে, ঠিক সে পরিমাণই সে অর্জন করবে। এমনিভাবে অন্তরে কোনো কিছু পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা থাকলে, তাও অর্জন করা উচিত। এটি অবশ্য অন্তরের জন্য সহায়ক। কেননা, অন্তরেরও কিছু চাওয়া-পাওয়া রয়েছে। প্রয়োজন অনুযায়ী তার ইচ্ছা পূরণ করাও জরুরি।'[১০]

আওন বিন আব্দুল্লাহ রহ. বলেন :

'দুনিয়া ও আখিরাত অন্তরে দাঁড়িপাল্লার দু'পাল্লার ন্যায়। এর একটিকে প্রাধান্য দিলে অপরটি অবশ্যই হালকা হয়ে যাবে।'[১১]

হাসান রহ.-কে কেউ জিজ্ঞেস করল, 'হে আবু সাইদ, কিয়ামতের দিন সর্বাধিক বিকট আওয়াজে চিৎকার করে ক্রন্দনকারী কে?' তিনি বললেন, 'যাকে আল্লাহ তাআলা নিয়ামত দান করেছেন। অথচ, সে এ নিয়ামতের ব্যবহার করে আল্লাহর অবাধ্যতায় লিপ্ত হয়েছে।'[১২]

---

১০. মুখতাসারু মিনহাজিল কাসিদিন : ২১১
১১. তাজকিয়াতুন নুফুস : ১২৯
১২. আল-হাসানুল বসরি : ৪৮

আল্লাহর ইবাদত-বন্দেগিতে সহায়ক হবে, এ উদ্দেশ্যে কেউ যদি দুনিয়া অর্জন করে; তবে তা মন্দ নয়, বরং উত্তম। কেননা, সম্পদ অর্জন করলেই তো সে এর থেকে সদাকা করতে পারবে। ব্যয় করতে পারবে দ্বীনি খাতসমূহে। ইলমের প্রচার-প্রসারে সে আর্থিক সহায়তা করতে পারবে। মসজিদ নির্মাণ করতে পারবে। এটি তো তার জন্য আল্লাহ প্রদত্ত নিয়ামত। আল্লাহ তাকে এ সম্পদের মাধ্যমেই তো আখিরাতে উপকৃত হবার মতো খাতে ব্যয় করার তাওফিক দান করেছেন। তাই সম্পদ তার জন্য নিয়ামত।

দুনিয়ার ব্যাপারে সালাফের ভাবনা

মানুষের স্বভাবগত আসক্তি এমন যে, তারা সম্পদ ভালোবাসে। স্বর্ণ-রৌপ্য জমা করতে পছন্দ করে। আমৃত্যু স্বর্ণ-রৌপ্য ও ধন-সম্পদের পেছনে ছোটে। তবে এর দ্বারা আসলে তারা কিছুই অর্জন করতে পারে না। কেননা, আল্লাহ যাকে যতটুকু দিতে চান, সে ঠিক ততটুকুই লাভ করে। তবুও মানুষের এ ছোটাছুটি বন্ধ হয় না। আর কখন তার এ দৌড়ঝাঁপের অবসান ঘটবে, তা যে সে নিজেও জানে না!

দুনিয়া কখনো মুখ তুলে তাকায়। কখনো পালিয়ে বেড়ায় পিঠ দেখিয়ে। এখানে ধনী গরিব হয়। আনন্দ গড়ায় বেদনায়। মোটকথা, দুনিয়ার জীবন কখনো এক অবস্থায় স্থির থাকে না। অপরিবর্তিত থাকে না এক নিয়মে। সৃষ্টিজগৎ সম্পর্কে এটাই আল্লাহর সুন্নাহ। এটাই তাঁর কার্যপদ্ধতি। কিন্তু মানুষকে বোঝানো বড় দায়। অবিরাম তারা মরীচিকার পেছনে ছুটে চলে। এভাবে একদিন তার আয়ু ফুরিয়ে যায়। এসে যায় তার অন্তিম মুহূর্ত।

ইমাম শাফিয়ি রহ. বলেন :

وَمَنْ يَّذُقِ الدُّنْيَا فَإِنِّيْ طَعِمْتُهَا

وَسِيْقَ إِلَيْنَا عَذْبُهَا وَعَذَابُهَا

فَلَمْ أَرَهَا إِلَّا غُرُوْرًا وَبَاطِلاً

كَمَا لَاحَ فِيْ ظَهْرِ الفَلَاةِ سَرَابُهَا